আজকের কাগজ

তারিখ 28 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

মুক্ত ও বদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়

সরকার দু'টি অভিনব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন যার একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং অপরটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে দু'জন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদের ওপর। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অনানুষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি। যারা ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম নন তাদের জন্যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আসলে একটি এফিলিয়েটিং বা মঞ্জুরী দান করার বিশ্ববিদ্যালয়। এতোদিন যে কলেজগুলো ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরীপ্রাপ্ত ছিলো এবং যেসব কলেজের পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী প্রদান ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত ছিলো-সে দায়িত্ব পালনের জন্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। মঞ্জুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় রাখা হলো সে প্রশ্ন ওঠতে পারে। তাহলে কি ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, প্রকৌশল, কৃষি ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়? উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু তৎপরতা ঢাকা টেলিভিশনে চোখে পড়ে। আগে দূরশিক্ষণ নামে টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণের যে কার্যক্রম চালু ছিলো তাকেই এখন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান নামে চালানো হচ্ছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে তাই সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিশেষ চোখে পড়ে না। অন্যদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎপরতা সম্ভবত লোক চক্ষুর অন্তরালে চলছে, তাই বিশেষ কিছু জানা যায় না।

ঐ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্তি সম্পন্ন হয়েছে বেশ কিছুকাল আগে, টঙ্গীর নিকটে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে নির্মিত ক্যাম্পাসটি ঐ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরুর জন্যে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় দু'টির কার্যক্রম মনে হয় শম্বুকগতিসম্পন্ন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ বিভিন্ন কলেজকে মঞ্জুরী প্রদান, পরীক্ষা গ্রহণ এবং ডিগ্রী প্রদান। ঐ কাজের জন্যে যে প্রশাসনিক কাঠামো প্রয়োজন তা কি গড়ে তোলা হয়েছে? শোনা যায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার বা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বা সহকারি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকরূপে যাদের নিয়োগ করা হয়েছে তাদের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম অভিজ্ঞতা নেই। তাদের নাকি মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বোর্ড থেকে নেয়া হয়েছে। এ তথ্য যদি সত্য হয় তাহলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কখন কিভাবে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সব কলেজের বিএ, বিএসসি, বিকম পাস এবং বিভিন্ন বিষয়ের অনার্স, প্রিলিমিনারী ও এমএ শেষ পর্বের পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী প্রদান করবেন সেটাই প্রশ্ন। অথচ সেশন জট দূর এবং সেমেস্টার সিষ্টেমকে কার্যকর করার জন্যে অবিলম্বে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কলেজের বোঝা মুক্ত করা উচিত। যারা কলেজ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ শেষপর্ব পড়ার সুযোগ পেতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ভর্তি প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। অপরদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামধারী মঞ্জুরী বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন হাঁটিহাঁটি পা-পা করে চলছে। এ অবস্থায় অচিরেই বাংলাদেশের কলেজগুলো জটিল সমস্যায় পড়তে যাচ্ছে।

উন্মুক্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের মন্থরগতি হতাশাব্যঞ্জক। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নামে টেলিভিশনে যে পাঠ দান চলছে তা কি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানসম্পন্ন? জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থবিরতা কি বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজের গ্র্যাজুয়েট ও পোষ্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষাক্রমের জন্যে আশংকাজনক নয়? আমাদের বক্তব্য উন্মুক্ত বা জাতীয় যে নামই হোক না কেন সেগুলো যেন যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয় নামের উপযুক্ত হয়। কেবল নামের মহিমায় বেশি দূর যাওয়া যাবে না। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এখন পর্যন্ত একেবারেই 'মুক্ত' আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে 'বদ্ধ' মনে হয়। ঐ দু'টি প্রতিষ্ঠানকে জঙ্গম করে তোলা উচিত। এখন যেভাবে ঢিমে তালে তারা চলছে তা উচ্চ শিক্ষার প্রসারকে সম্প্রসারিত না করে বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের কলেজগুলোর বর্তমান অবস্থা 'না ঘরকা না ঘাটকা'। তারা আর এখন আইনত ঢাকা বা চট্টগ্রাম বা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস হবার পর থেকে কলেজগুলো সে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত অথচ সে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা 'ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দার।' যেহেতু সরকার বিশ্ববিদ্যালয় দু'টি স্থাপন করেছেন এবং করদাতাদের টাকায় তা চলছে। সুতরাং দেশবাসীর জানার অধিকার রয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় নামক ঐ প্রতিষ্ঠান দু'টি কি করছে? আমাদের ধারণা ঐ দু'টির একটিরও কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। বিশেষত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎপরতা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রালগ্নেই তার নামের অসারতা প্রমাণ করেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম মঞ্জুরী বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া উচিত। বাংলাদেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণের উপযুক্ত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে থাকলে সেটি হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানের জন্যে। অপরদিকে একাত্তরের একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্বকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নিয়োগ করে তাকে বিজাতীয় করে ফেলা হয়েছে।